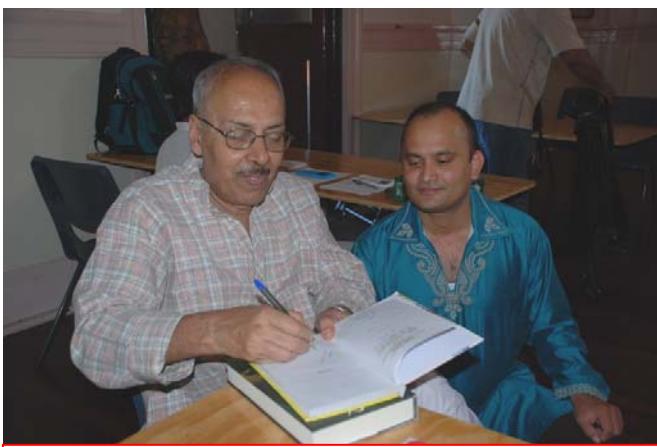


শীর্ষেন্দু সাহিত্য সন্ধ্যা

জামিল হাসান সুজন

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা কথা সাহিত্যিক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এখন অস্ট্রেলিয়ায়। এইতো সেদিন ৭ই মার্চ শনিবার সিডনীর স্টাথফৌল্ড টাউন হলে হয়ে গেল একটি বিশেষ সাহিত্য সন্ধ্যা। সেই আসরের মধ্যমণি ছিলেন আমাদের সবার প্রিয় লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। আয়োজনে আনন্দধারা। অনুষ্ঠান টি আর দশ টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মত ছিলনা। ভিন্ন ধারার এই অনুষ্ঠানটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল আলাদা আলাদা। ছিমছাম, পরিপাটি ছিল এর প্রতিটি পদক্ষেপ।

বিকেল ঠিক চারটাতে তত্ত্ব পাঠকদের মাঝে উপস্থিত হলেন লেখক। তাঁর লেখা বইতে পাঠকেরা অটোগ্রাফ নিলেন। লেখককে একান্তে কাছে পেয়ে পাঠকেরা কথা বার্তা আর গল্পে মেতে রইলেন। পাঁচটার সময় শুরু হলো মূল অনুষ্ঠান। আনন্দ ধারার কর্ণধার শ্রী শ্রীমন্ত মুখাজী মঞ্চেও আহ্বান করলেন দুই বাংলার জনপ্রিয় লেখক শীর্ষেন্দুকে। খন্দকার জিয়া হাসান ফুলের তোড়া দিয়ে লেখককে স্বাগত জানালেন।



একজন ভক্তের বইয়ে লেখক তার কলমে স্বত্ত্বাচার আঁকছেন



লেখককে ফুলেন শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছেন খন্দকার জিয়া হাসান

কথা। তারপর উপস্থাপিত হলো শীর্ষেন্দুর লেখা গল্প নিয়ে একটি চর্চাকার শুনিনাট্য। দর্শক শ্রোতাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল এই শুনিনাট্য।

বিরতি। বিরতির সময় লেখক শীর্ষেন্দুকে আবার আমরা দেখতে পেলাম ভক্তদের মাঝে। তাঁর লেখা বই কিনে অটোগ্রাফ নেওয়াতে ব্যস্ত হতে দেখা গেল সুধী গণকে।

বিরতির পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব। প্রথমেই শীর্ষেন্দুর লেখা

অনুষ্ঠান প্রারম্ভ লেখককে ঘিরে চুটিয়ে আড়া জমিয়েছেন তার একনিষ্ঠ ভক্তরা, মাঝে জিয়া সর্বজনে রেডিও ব্যক্তিগত মিজানুর রহমান তরুন



দূরবীন ও পরিহাটীর হরিণ এই দুটি উপন্যাসের অংশ বিশেষ নিয়ে ভিন্ন আংগিকে
অভিনীত হলো মঞ্চ নাটক।
অতি উন্নত মান ও অভিনয়
সমৃদ্ধ এই নাট্যাংশ দেখে
অভিভূত হলো দর্শক
শ্রোতারা।

সর্বশেষ আয়োজন লেখকের
সাথে পাঠকদের সরাসরি
প্রশ্নোত্তরের আসর।
বলাবাহ্য দর্শকদের
নানাবিধ প্রশ্ন আর লেখকের
জ্ঞান গভ উত্তরে অনুষ্ঠানটি
হয়ে উঠেছিল অতীব
উচ্চাংগের।



শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বর্ণায় জীবনী পাঠ করছেন প্রাক্তন বাংলাদেশ
রেডিও ব্যক্তিত্ব ও সিডনীর সুপরিচিত উপস্থিপিকা নাসিমা আজার



সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠানে শ্রোতা ও ভক্তদের একাংশ

পরিশেষে এরকম একটি
মনোজ্ঞ সাহিত্য সম্প্রদায়
সিডনীর বিদ্বন্ধ দর্শক
শ্রোতাদের উপহার
দেওয়ার জন্য
আনন্দধারাকে অসংখ্য
ধন্যবাদ জানাই।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী,
১০/০৩/২০০৯

লেখকের অন্যান্য লেখাগুলো পড়তে এখানে **টোকা মারুন**